بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ শ্রাবণ ১৪৩৩
০১ আগস্ট ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের রাষ্ট্রে পরিণত করা আমাদের সরকারের অঙ্গীকার। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর সমন্বিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল দেশের প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তৃণমূলভিত্তিক উন্নয়নই এ লক্ষ্য অর্জনের প্রধান ভিত্তি।

আমাদের এই উন্নয়ন পারিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর উদ্যোগে তিনটি গ্রামকে নিয়ে 'এসডিজি ভিলেজ' পাইলটিং কার্যক্রমের সূচনা একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। এ উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের একটি কার্যকর মডেল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) তথা অ্যাজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়', এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে আমাদের সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীলতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ের এসব অগ্রগতিকে স্থায়ী ও অর্থবহ করে তুলতে হলে এসডিজির স্থানীয়করণের কোনো বিকল্প নেই। স্থানীয় বাস্তবতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার সমন্বয়ের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এ কারণেই গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন আমাদের উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

'এসডিজি ভিলেজ' পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের তিনটি গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে - দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার নাফানগর (দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা), খুলনার দাকোপ উপজেলার পানখালী (জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা) এবং রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার মিতিঙ্গাছড়ি (পাহাড়ি জনপদ)। এই বৈচিত্র্যময় অঞ্চলগুলোর অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে মূল্যবান ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত ফ্যামিলি কার্ড, হেলথ কার্ড, কৃষক কার্ড, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ সুবিধা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, ভিলেজ ট্যুরিজম, 'এক গ্রাম এক পণ্য'সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এসব গ্রামে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি আশা করি, এই পাইলট কার্যক্রম থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সর্বোত্তম অনুশীলন ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এসডিজি স্থানীয়করণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে এটি তথ্য-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপাত্তনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলবে।

'এসডিজি ভিলেজ' পাইলটিং কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তারেক রহমান